দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 26 NOV 2017
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫

সিদ্ধিরগঞ্জের স্কুলে বছরে অর্ধকোটি টাকারও বেশি কোচিং বাণিজ্য!

■ সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

সিদ্ধিরগঞ্জ রেবতী মোহন পাইলট হাই স্কুল এন্ড কলেজে বছরে অর্ধকোটি টাকারও বেশি কোচিং বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে। শিক্ষার্থীদের কোচিং ফি যোগাতে দিশেহারা অভিভাবকরা। স্কুলের অধ্যক্ষের কোচিং ফি ও বিভিন্ন পরীক্ষার ফরম পূরণের টাকা থেকে বছরে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নেয়ারও অভিযোগ রয়েছে।

জানা যায়, ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধিরগঞ্জ বেরতী মোহন পাইলট স্কুল এন্ড কলেজে ১৯৯৬ সাল থেকে কলেজ শাখাসহ তৃতীয় থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত চালু রয়েছে। বর্তমানে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুই শিফটে ২ হাজারেরও বেশি ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। কর্তৃপক্ষ স্কুল শাখার পিইসি, জেএসসি ও এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য কোচিং চালু করেছে। শুধু মাত্র দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য কোচিং করানোর নিয়ম থাকলেও অত্র বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীদের জন্য কোচিং বাধ্যতামূলক করেছে কর্তৃপক্ষ। কোনো শিক্ষার্থী কোচিং না করলেও তাকে কোচিং ফি দিতে হয়।

শিক্ষার্থীদের কোচিং ফি যোগাতে দিশেহারা অভিভাবকরা

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকদের সাথে আলাপ করে জানা যায়, চলতি বছর ৫ম শ্রেণির দুই শাখায় ১৪২ জন শিক্ষার্থী কোচিং করেছে। প্রতি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ৪৫০ টাকা হারে ফেব্রুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ১১ মাসে ৭ লক্ষ টাকারও বেশি কোচিং ফি আদায় হয়েছে। ৮ম শ্রেণির দুই শাখায় ৩৮০ জন শিক্ষার্থী কোচিং করেছে। প্রতি শিক্ষার্থী থেকে ৫০০ টাকা হিসেবে ১১ মাসে ২০ লাখ ৯০ হাজার টাকা আদায় হয়েছে। ১০ম শ্রেণির দুই শাখায় ৩৩০ জন শিক্ষার্থী কোচিং করেছে। প্রতি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ৬০০ টাকা হিসেবে এক বছরে ২৩ লাখ ৭৬ হাজার টাকা আদায় হয়েছে। তিনটি শ্রেণি থেকে বছরে ৫০ লক্ষ টাকারও বেশি আদায় হয়। এ থেকে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ বিপুল পরিমাণ টাকা হাতিয়ে নেয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে আরও অভিযোগ রয়েছে পিইসি, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় ফরম পূরণের টাকা থেকেও অধ্যক্ষ নেন কয়েক লক্ষ টাকা।

এদিকে অধ্যক্ষ আগামী বছর প্রথম শ্রেণি থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করার উদ্যোগ নিয়েছে। একই বাউন্ডারির মধ্যে ৯৬ নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকার পরেও রেবতী মোহন পাইলট স্কুল এন্ড কলেজে প্রথম শ্রেণি চালু করার উদ্যোগে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী ও শিক্ষকগণ। একই প্রতিষ্ঠানে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত চালু থাকলে কোনো বিভাগেরই পড়ালেখার মান ভালো হয় নাই। এমন মন্তব্য স্থানীয় অভিভাবক ও এলাকাবাসীর। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক শিক্ষক জানান, হাই স্কুল শাখায় প্রাথমিক শাখা চালু থাকলে শিক্ষার মান ভালো হয় না। কারণ শিশুদের উপযোগী শিক্ষা হাই স্কুলের শিক্ষকরা দিতে পারে না। যার ফলে প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে ঝরে যায়।

প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ নূরুল ইসলাম কোচিং থেকে টাকা নেয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে জানান, কিছু কিছু শিক্ষার্থীকে কোচিং করানো হয়। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, ২০১৩ সালের এক সভায় বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শাখা বন্ধের সিদ্ধান্ত হলেও পরবর্তীতে ম্যানেজিং কমিটি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে প্রথম শ্রেণি থেকে চালুর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।